## "আমার বাড়ি আমার খামার (৪র্থ সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের Terms Of References (ToR)

**ক) <u>প্রকল্পের বিবরণীঃ</u>**

১। প্রকল্পের নাম : আমার বাড়ি আমার খামার (৪র্থ সংশোধিত)।

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৪। প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ।

৫। প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন:

( কোটি টাকায়)

| বিষয় | | অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় | | | বাস্তবায়ন কাল | মোট সময় | অনুমোদনের তারিখ | পরিবর্তন (পর্যায়ভিত্তিক) | | পরিবর্তন (মূল প্রকল্পের তুলনায়) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | জিওবি | প্রঃ সাহ | অন্যান্য | | মাস | | ব্যয় পরিমাণ (%) | সময় পরিমাণ | ব্যয় পরিমাণ (%) | সময় পরিমাণ (%) |
| মুল | ১১৯৭.০০ | ১১৯৭.০০ | -- | -- | জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০১৪ | <u>৫ বছর</u> ৬০ মাস | ৫/১১/২০০৯ | -- | -- | -- | -- |
| ১ম সংশোধিত | ১৪৯২.৯২ | ১৪৯২.৯২ | - | - | জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০১৩ | <u>৪ বছর</u> ৪৮ মাস | ৫/১০/২০১৮ | +২৯৫.৯২ (২৪.৭২%) | -১২ মাস -(২০%) | +২৯৫.৯২ (২৪.৭২%) | -১২ মাস -(২০%) |
| ২য় সংশোধিত | ৩১৬২.৯৬ | ৩১৬২.৯৬ | | | জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০১৬ | <u>৭ বছর</u> ৮৪ মাস | ৩০/৭/২০১৩ | +১৬৭০.০৪ +(১১২%) | +৩৬মাস +৭৫% | +১৯৬৫.৯৫ +(১৬৪%) | +২৪ মাস +৪০% |
| ৩য় সংশোধিত | ৮০১০.২৭ | ৮০১০.২৭ | | | জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০২০ | <u>১১ বছর</u> ১৩২মাস | ২৫/১০২০১৬ | +৪৮৪৭.৩১ +(১৫৩%) | +৪৮ মাস +(৫৭%) | +৬৮১৩.২৭ +(৫৬৯%) | +৭২ মাস +(১২০%) |
| ৪র্থ সংশোধিত | ৭৮৮৫.২৭ | ৭৮৮৫.২৭ | -- | -- | জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০২১ | <u>১২ বছর</u> ১৪৪মাস | | -১২৫.০০ - -(১.৫৬%) | +১২ মাস +(২০%) | +৬৬৮৮.২৭ +(৫৫৯%) | +৮৪ মাস +(১৪০%) |

**৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ :**

প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো ২০২০ সালের মধ্যে জাতীয় দারিদ্র্যের হার ২২.৮ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে নামিয়ে আনাতে অবদান রাখা।

প্রকল্পটির সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ হলোঃ

ক) স্থানীয় মানব ও অর্থনৈতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামের প্রতিটি বাড়িকে একটি টেকসই কৃষি ভিত্তিক আয়বর্ধক উৎপাদন ইউনিট হিসাবে গড়ে তোলা;
খ) প্রতিটি গ্রামের ৬০ জন (৪০ জন মহিলা ও ২০ জন পুরুষ) দরিদ্র, অতি দরিদ্র ও ভিক্ষুক পরিবার নিয়ে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি (ভিডিও) গঠন করা;
গ) ক্ষুদ্র ঋণের প্রচলিত ধারণার পরিবর্তে ক্ষুদ্র সঞ্চয় পদ্ধতিতে (সুফলভোগীদের সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের সাথে সমপরিমাণ সরকারি অনুদান প্রদান) মূলধন গঠন করা;
ঘ) আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রকল্প হতে অনুদান হিসাবে গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল সরবরাহ করা;

ঙ) নির্বাচিত সুবিধাভোগীদেরকে কৃষি নির্ভর আয়বর্ধক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;

চ) উপজেলা/ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের (ইউডিসি) মাধ্যমে বায়োমেট্রিক অথেনটিকেশন সিস্টেম ব্যবহার করে প্রকল্পের সুফলভোগীদের মোবাইল ও অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানের জন্য প্রকল্পের সদর দপ্তরে ডাটা সেন্টার স্থাপন করা;

ছ) দারিদ্র্যসীমা থেকে উত্তোলিত (গ্রাজুয়েটেড) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্যদের মধ্যে উদ্যোক্তা বিকাশ করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করা;

জ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের জীবন-যাপন ও কৃষ্টির সাথে মিল রেখে বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা; এবং

ঝ) কুমিল্লা জেলার লালমাই-ময়নামতি পার্বত্য এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

৭। **প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমঃ** ১.গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন ২.সমিতির সদস্য তৈরি ৩.ঋণ বিতরণ ৪. ঋণ সংগ্রহ ৫.কৃষি ফার্ম প্রতিষ্ঠা ৬.আয়বর্ধক কাজের প্রশিক্ষণ প্রদান ৭.পল্লী পাঠশালা তৈরি ৮.অনলাইন মার্কেট চ্যানেল তৈরি ৯.উপজেলায় সমবায় বাজার প্রতিষ্ঠা ১০.পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের নিজস্ব ভবন তৈরি ইত্যাদি।

৮। **পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ**

(১) ন্যূনতম ৩০% প্রকল্প এলাকা [জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সকল স্তরের] প্রভাব মূল্যায়নের আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে;

(২) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয়সহ সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;

(৩) প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় এবং সার্বিক ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

(৪) ডিপিপি ও লগ ফ্রেমের আলোকে output, outcome ও impact পর্যায়ের নির্দেশকসমুহের যথার্থতা ও এগুলোর বিপরীতে অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৫) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন, পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৬) প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি (পণ্য, অবকাঠামো ও সেবা) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৭) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৮) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্যে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেজলাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা;

(৯) প্রকল্পের BCR, IRR ও ERR অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১০) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১১) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, সৃষ্ট সুবিধাদি, সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই বিষয়ক ও সৃষ্ট সুবিধাদি পরিচালনা ইত্যাদির SWOT ANALYSIS;

(১২) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ ও সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান;

(১৩) প্রকল্পের কেইস স্টাডি করা ও প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের টেকসইকরণ পরিকল্পনা (Sustainability plan) বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান;

(১৪) ২০২০ সালের মধ্যে জাতীয় দারিদ্র্যের হার ২২.৮ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে নামিয়ে আনাতে এ প্রকল্প কতটুকু অবদান রেখেছে ও প্রকল্পের কার্যক্রম পল্লী সঞ্চয়ী ব্যাংকে স্থানান্তরিত করায় এর প্রভাব কি তা নিরূপণ করতে হবে;

(১৫) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি; (i) প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্য, Focus Group Discussion (FGD) ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করে মতামত গ্রহণের ভিত্তিতে ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিপত্রে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট কাঠামো ও অনুমোদিত ইনসেপশন প্রতিবেদনের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ; (ii) জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে নিবিড় পরিবীক্ষণের ফলাফলসমূহ অবহিত করণ ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ;

(১৬) ক্রমিক নং ১৩-এ বর্ণিত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা সংযোজন এবং সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান;

(১৭) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চুক্তির তারিখ থেকে চার মাসের (১২০ দিন) মধ্যে প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম চূড়ান্ত করবে;

(১৮) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আইএমইডি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী প্রতিপালন করবে;

(১৯) প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের সুনির্দিষ্ট (সময়ভিত্তিক) কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি কারিগরি প্রস্তাবের সাথে সংযোজন করতে হবে;

(২০) ইন্টারনাল অডিট সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;

(২১) এক্সটারনাল অডিট সম্পর্কে পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান;

(২২) অডিট আপত্তি আছে কিনা, থাকলে কয়টি, বিবরণ কী, জড়িত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে পর্যবেক্ষণসহ মতামত প্রদান।

**(ছ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ**

| ক্রমিক | পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক | শিক্ষাগত যোগ্যতা | অভিজ্ঞতা |
|---|---|---|---|
| ১. | পরামর্শক প্রতিষ্ঠান | | • গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে। |
| ২. | (ক) টিম লিডার (আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ): | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/সমাজকর্ম/সমাজ কল্যান বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। | • প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে কমপক্ষে ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক;<br>• টীম লিডার হিসেবে সমজাতীয় প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নে কমপক্ষে ০৩ (দিন) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;<br>• পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ এবং অন্যান্য আর্থিক বিধিবিধান সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে;<br>• সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমপক্ষে ০৩টি প্রকাশনা থাকতে হবে। |
| | (খ) কৃষিবিদ | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি/প্রাণিসম্পদ/মৎস্য বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।<br>সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। | • সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সমজাতীয় প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নে ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | গ) ক্ষুদ্র ঋণ বিশেষজ্ঞ | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে যে কোন বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। | • ক্ষুদ্র ঋণ বিষয়ে ১০ (দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। |
| | ঘ) পরিসংখ্যানবিদ | পরিসংখ্যান/ফলিত পরিসংখ্যান/ডাটা ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। | • সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।<br>• তথ্য ব্যবস্থাপনা, ডাটা এনালাইসিস, প্রতিবেদন প্রণয়ন বিষয়ে ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। |

(জ) **<u>পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নেবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ</u>**

| ক্রমিক | প্রতিবেদনের নাম | দাখিলের সময় | সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১। | প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (বাংলায়) | চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে | ১২ কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য এবং ১২ কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য (১২+১২) = ২৪ টি। |
| ২। | ১ম খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়) | চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে | ১২ কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য এবং ১২ কপি স্টিয়ারিং কমিটির সভার জন্য (১২+১২) = ২৪ টি। |
| ৩। | ২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায়) | চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে | ৮০ কপি জাতীয় কর্মশালার জন্য। |
| ৪। | ২য় খসড়া প্রতিবেদন (বাংলায় ও ইংরেজী) | চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে | ১২ কপি টেকনিক্যাল কমিটির সভার জন্য। |
| ৫। | চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজীতে) | চুক্তি সম্পাদনের ১২০ দিনের মধ্যে | (৪০ কপি বাংলা+২০ কপি ইংরেজি) = ৬০ টি। |